ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রকারভেদ

বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর মধ্যে উদ্দেশ্যগত মিল থাকলেও প্রকৃতি, আয়তন ও কার্যক্ষেত্রে এদের মধ্যে পার্থক্য

রয়েছে। নি¤œ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংগঠনের প্রকারভেদ দেখানো হল১। আয়তন বিচারে

র) ক্ষুদ্র ব্যবসা (ঝসধষষ ঝপধষব ওহফঁংঃৎু): □ ব্যবসায়ের মূলধনের পরিমাণ কম, শ্রমিক সংখ্যা কম এবং স্বল্পমূলধন ও

ছোট ছোট □ন্ত্রপাতির সাহা□্যে সীমিত আকারে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয় তাকে ক্ষুদ্র ব্যবসা বলে। □মন- বাংলাদশের

তাঁত শিল্প, বেত শিল্প, লবণ শিল্প ইত্যাদি। শিল্পকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। □থা- উৎপাদন খাত ও সেবা খাত।

উৎপাদন খাতে জমি ও কারখানা ভবন বাদে ন্যূনতম ৫০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হলে এবং ২৫ থেকে

৯৯ জন শ্রমিক কাজ করলে তাকে ক্ষুদ্র উৎপাদন শিল্প বলা হবে। অন্যদিকে সেবা খাতে ৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকার

বিনিয়োগ এবং ১০ থেকে ২৫ জন শ্রমিক □ কারখানায় কাজ করে তাকে বলা হবে ক্ষুদ্র সেবা শিল্প।

রর) মাঝারি শিল্প এবং ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প (গবফরঁস ধহফ ঝসধষষ ্ গবফরঁস ঊহঃবৎঢ়ৎরংব):২০১০ সালের শিল্প নীতি

অনুসারে উৎপাদন খাতে জমি ও কারখানা ব্যতিরেকে ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হলে এবং ১০০ থেকে

২৫০ জন শ্রমিক কাজ করলে তাকে মাঝারি শিল্প বলা হবে। অন্যদিকে সেবা খাতে, জমি ও কারখানা ব্যতিরেকে ১ থেকে

১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং ৫০ থেকে ১০০ জন শ্রমিক কর্মরত থাকলে তা হবে মাঝারি শিল্প। ররর) বৃহদায়তন শিল্প(খধৎমব ঝপধষব ওহফঁংঃৎু): ২০১০ সালের শিল্পনীতি অনু□ায়ী উৎপাদনশীল খাতে, জমি ও কারখানা

ব্যতিরেকে ৩০ কোটি টাকার উপর বিনিয়োগ হলে এবং ২০০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করলে অন্যদিকে সেবাখাতে ১৫

কোটি টাকার উপর বিনিয়োগ এবং ১০০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করলে তাকে বৃহৎ শিল্প বলা হবে। বাংলাদেশে বস্ত্র,

পাট, কাগজ ইত্যাদি শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের আত্ততাভুক্ত করা □তে পারে।